পাঠক ফোরাম

বন্যা ভাবনা: বাংলাদেশ

প্রায় প্রতি বছর বন্যায় ভাসে বাংলাদেশ। কোনোবার কম কোনোবার বেশি। তবে কোনো কোনো বছর ভয়াবহ। যেমন ১৯৮৮, ১৯৯৮ এবং ২০০৪। বাংলাদেশের মানুষ এমনিতেই ভাগ্যবিড়ম্বিত। সারা বছর যা কিছু সঞ্চয় করে, বাড়িঘর বানায়, ফসল বোনে- সব ভেসে যায় বানের জলে। এভাবে আর কত? এর কি কোনো স্থায়ী সমাধান নেই? বাংলাদেশে কি কোনো বন্যা বিশেষজ্ঞ নেই? আমার ধারণা, বাংলাদেশ যদি ইউরোপের কোনো দেশ হতো, এর একটা স্থায়ী সমাধানের পথ তারা আবিষ্কার করে ফেলতো। আমাদের সরকার ও বিশেষজ্ঞরা বহির্বিশ্বে এই বলে গর্ব করেন যে, 'বাংলাদেশের মানুষ দক্ষতার সঙ্গে বন্যা মোকাবেলা করতে জানে।' কথাটি সত্য। তবে এও সত্য যে, মানুষ প্রতিবারই বন্যা মোকাবেলা করে নিঃস্ব হয়ে যায়। আর সরকার বসে থাকে বন্যা-পরবর্তী সাহায্য পাবার জন্যে!

রতন বসাক, আলো বসাক
গ্রাম : সুরুজ, টাঙ্গাইল-১৯০০

আসুন ওদের পাশে দাঁড়াই

মানুষ মানুষের জন্য। আর এই বাস্তব সত্য কথাটি এখনই প্রমাণ করার প্রকৃত সময়। দেশের অধিকাংশ মানুষ আজ পানিবন্দি! খাবার পানি, খাদ্য আর সুস্থ থাকার ওষুধসহ একটি নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ছুটছে লাখ লাখ অসহায় বানভাসি মানুষ! আসুন, আমি-আপনি এবং আমাদের প্রতিবেশীরা একত্র হয়ে সাংগঠনিকভাবে ঐ সব বানভাসি অসহায় মানুষকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে যাই!
বানভাসি মানুষগুলো খাবারের পাশাপাশি নানা রোগবালাইতে ভুগছে। তাদের প্রয়োজন সঠিক চিকিৎসা আর ওষুধসহ খাবার স্যালাইন, যা ডায়রিয়া ও কলেরা থেকে বাঁচাতে সাহায্য করবে।
মনে রাখা প্রয়োজন, বানভাসি মানুষকে সাহায্য করা বাড়তি কোনো অপচয় বা ঝামেলা নয়। বরং আমাদের প্রতিদিনের খাবারের তালিকা থেকে সামান্য কিছু খাবার একত্র করে পৌঁছে দিতে পারি অসহায়, বন্যাক্রান্ত মানুষের দ্বারে! আমাদের সমাজে এমন অনেক শিল্পপতি এবং দানবীর বাস করেন, যারা সরকার এবং সামাজিক সংগঠনগুলোর পাশাপাশি তাদের মহৎ আর মমতাভরা সাহায্যের হাত বাড়ালে দেশের বানভাসি লাখ লাখ মানুষ কিছুটা খাবার আর চিকিৎসা নিয়ে এই মহাবিপদে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতো। সুতরাং আসুন না আমি, আপনি আজ এই মুহূর্ত থেকে আমাদের যার যতোটুকু ক্ষমতা আছে তাই নিয়ে ঐ বানভাসি মানুষগুলোকে সাহায্য করি। হয়তো আমাদের দেখে অন্যরা এগিয়ে আসার শপথ নেবে।

রহমান শেখ
উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা

ফালু বন্দনা

প্রিয় পাঠক, ঢাকা-১০ আসনে উপনির্বাচনে মোসাদ্দেক আলী ফালুর কিভাবে এমপি হিসেবে উত্থান হলো তা আমরা সবাই জানি। এবার আসুন দেখি ফালুর বন্দনায় আমাদের বিজ্ঞজনেরা (!) কে কত দূর এগিয়ে। স্থান- ড্যাব আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান, বিএসএমএমইউ। 'আমি স্বাস্থ্যমন্ত্রী হলে কি হবে, আমাকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে হলে ফালু ভাইয়ের মাধ্যমেই যেতে হয়।'- ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন। '...আমরা সেই যোগ্য মাথা পেয়েছি তিনি হচ্ছেন ফালু সাহেব। আজ আমাদের ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে।'- ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. নাজমুল হুদা, পরিচালক ঢামেক।

'...মোসাদ্দেক আলী ফালুর আগমনে বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম উচ্চারণের সুযোগ এসেছে'- বন্দনাকারী ঐ। 'ফালু ভাই প্রধানমন্ত্রীর এতোই কাছের যে, প্রভাবশালী মন্ত্রীরাও তার কাছে গিয়ে বসে থাকেন।'- ডা. এ কে এম আজিজুল, ড্যাব সভাপতি। 'আপনার হাসি মিলিয়ন ডলারের সম্পদ।'- ডা. এম এ হাদী, উপাচার্য, বিএসএমএমইউ। 'তিনি যখন মুড়ে থাকেন তখনো তার মুখে এক টুকরো মায়াবি হাসি লেগে থাকে। তিনি যদি আমাদের সমস্যার কোনো সমাধান নাও করেন, তাতে আমাদের তেমন দুঃখ লাগবে না।'- ডা. এ জেড এম জাহিদ, ড্যাবের মহাসচিব। পুনশ্চ. এখানে মাত্র একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের বিভিন্ন জনের বন্দনা তুলে ধরা হলো। এ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বহু সংবর্ধনার আয়োজন করেছে। প্রত্যেকটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সেরা সেরা বন্দনা সংগ্রহ করে একটি সংকলন বের করা যেতে পারে। কেউ করবেন কি!

রতন কুমার প্রসাদ, গ্রিন রোড, ঢাকা

পুলিশ বাহিনী রদ করুন

পুলিশ বাহিনী বাতিল করে ওদের অর্ধেকের চাকারিচ্যুত করে অবসর দিন। অন্যদের কিছু বিডিআরে ট্রেনিং দিয়ে চাকরিতে রাখা যেতে পারে। কিছু আর্মিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পাঠিয়ে দিন। তারপর তরুণদের র‍্যাবের ট্রেনিং দিয়ে নতুনভাবে পুলিশ বাহিনী গঠন করুন। দ্বিতীয় প্রস্তাব র‍্যাবের কাজ ডাকাত-সন্ত্রাসী ধরা নয়, তারা সন্ত্রাসী পুলিশ ধরবে। দেখবে কেন ধরা পড়ে না অভি বা টোকাই সাগর। কেমন করে লিয়াকত পালিয়ে যায়। দেখুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

তৈমুর হোসেন
মাইজদী

শিক্ষাঙ্গনেও লাইব্রেরির দরকার

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও লাইব্রেরি থাকা দরকার। এতে ছাত্ররা তাদের পছন্দমতো বই পড়ার সুযোগ পায়। কিন্তু অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছাত্রদের জন্য বিশেষ কোনো লাইব্রেরি নেই। কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিছু কিছু বই রাখলেও তা শিক্ষকদের বসার রুমে একটি আলমারিতে তালাবন্দি থাকে। ছাত্ররা সহজে পড়ার সুযোগ পায় না। ছাত্রদের জন্য আলাদা রুমে বই পড়ার ব্যবস্থা করে দিলে তাদের পড়ার অভ্যাস বাড়বে। বিভিন্ন ধরনের পত্রিকাও ছাত্রদের পড়া প্রয়োজন। তাই শিক্ষাঙ্গনগুলোতে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ রেজাউল করিম
সেকশন-৭, পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা

বিয়ের দায়দায়িত্ব

আমাদের দেশের নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোতে কয়েকটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার ঘটে, তার মধ্যে বহুবিবাহ একটি। এ সমস্ত পরিবারে দেখা যায় ছেলের বয়স যাই হোক, একটি আয়ের ব্যবস্থা

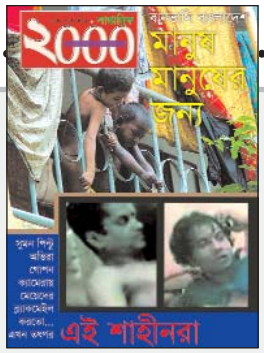

নীল দংশন

সমাজের বিবেক বিবেচনা প্রতিষ্ঠা হবে না। সমাজে নিজস্ব নিয়ম কিছুই এখানে মানা হবে না। এর কারণ, আমার মনে হয় সমাজের মোরাল স্তরগুলো এলোমেলো হয়ে আছে। এজন্য অপরাধী, বিকৃত মানুষ স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে মিশে যেতে পারে শুধু বৈভব দেখিয়ে। যার জন্য প্রেমিকাকে নিয়ে রুচিহীন এসব ছবি তৈরি হয়।
মেয়েদের একটি ছেলের সঙ্গে মিশতে বা সম্পর্ক তৈরি করতে প্রথমে বিবেচনায় আসবে ছেলেটি মানুষ কেমন, কোথা থেকে এসেছে, কি তার শিক্ষা? কি তার রুচি! শুধু গাড়ি আর অ্যাপার্টমেন্টই দেখে বিমুগ্ধ হলে বিপদ হতে পারে। আমার ধারণা, মেয়েদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যথাসময় কাজ করে। এখানে মেয়েরা বোকা হলো কি করে? লোভ? এটাকেই সামাল দিন।

সৈকত হোসেন
চট্টগ্রাম

হলেই বিয়ে করে। বছর দুয়েক যেতে না যেতেই প্রথম স্ত্রীকে ছেড়ে অন্য একটি মেয়েকে ঘরে তোলে। এভাবে অনেক সময় এক ব্যক্তি জীবনে ১০-১২টি পর্যন্ত বিয়ে করে। আর্থিক অনটন ও সামাজিক নিরাপত্তার কারণে অনেক অসহায় পিতা-মাতা একাধিকবার বিবাহিত লোকের হাতেই মেয়ে তুলে দিতে বাধ্য হন। প্রায় প্রত্যেক স্ত্রী'র-দুইএকটি ছেলেমেয়ে থাকে। এ বাচ্চাগুলোর ভরণপোষণ মাকেই করতে হয়। পরিত্যক্তা স্ত্রী তার নিজের ইজ্জত বাঁচাতে এবং কিছুটা আর্থিক সহায়তার আশায় যেকোনো বয়সের একজনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। অবশ্য এ বিয়েও যে সব ক্ষেত্রে খুব স্থায়ী হয় তা নয়। বিয়ে হওয়ার আগে পিতার ঘরে এবং বিয়ে হওয়ার পরে স্বামীর

দৃষ্টি আকর্ষণ

অবহেলিত রাজশাহী

রাজশাহী একটি বিভাগীয় শহর। অন্যান্য বিভাগীয় শহরের মানুষের মতো রাজশাহীর মানুষেরও অধিকার আছে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার। কিন্তু আজ রাজশাহী কেন বঞ্চিত হচ্ছে তাদের অধিকার থেকে? আজ কেন রাজশাহীর মানুষকে গ্যাসের জন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে? ডিসেম্বর মাসে টিএনটি মোবাইল ছাড়ছে। শোনা যাচ্ছে এই মোবাইল বগুড়া পর্যন্ত আসবে। এ কথা যদি সত্যি হয়, তবে রাজশাহী কী দোষ করলো! রাজশাহীর সঙ্গে সরকারের কি কোনো শত্রুতা আছে? রাজশাহীতে টিএন্ডটি মোবাইল আসবে না কেন? রাজশাহীবাসী বাংলাদেশের নাগরিক, আমাদের সুযোগ-সুবিধা পাবার অধিকার রয়েছে। আমি সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার মাধ্যমে বর্তমান সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তিনি যেন রাজশাহীবাসীকে অবহেলা না করেন। যখন সারা দেশে টিএন্ডটি মোবাইল ছাড়া হবে তখন রাজশাহীতে টিএন্ডটি মোবাইল দিয়ে যেন রাজশাহীর প্রতি একটু দৃষ্টি দেন।

বন্নি, রাজারহাতা, রাজশাহী

ঘরে প্রত্যেক মেয়ে বা মহিলাকে গা খাটিয়ে আয় করে নিজের এবং পরিবারের ভরণপোষণে সাহায্য করতে হয়। এ বিবাহগুলো স্থানীয় কোনো মৌলভী সাহেব পড়িয়ে দেন। এতে কোনো কাবিন থাকে না এবং দেনমোহরের পরিমাণ থাকে একেবারেই অল্প। স্ত্রী তালাক দেয়ার সময় দেনমোহরের কথা কেউ তোলে না। যদি তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী বলে, তবে এ কথার কোনো পাত্তাই দেয়া হয় না। তালাক হয়ে যায় এক কথাতেই। শুধু বলে দিলেই হলো, 'তোকে আমি রাখবো না।' ধর্মীয়ভাবে এ তালাক বৈধ হলো কি না তা দেখার কেউ থাকে না। এ ধর্মীয় ও সামাজিক অনাচারের প্রধান কারণ অশিক্ষা ও আর্থিক অনটন। মেয়েদের এ অসহায়ত্ব এবং ছেলেদের দায়িত্বহীনতার মানসিকতার উত্তরণ ঘটাতে না পারলে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতিবন্ধকতা কোনোভাবেই দূর করা যাবে না। এ ব্যাপারে সরকার, সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন এবং এনজিওগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কবিতা চাকলাদার, প্রভাষক (অর্থনীতি), সরকারি এসএ কলেজ
চৌমুহনী, নোয়াখালী

কেন এই বৈষম্য!

আমরা মেয়েরা জানি না ছেলেদের মতো সমান মর্যাদা পেতে আর কত বছর লাগবে! যখন একটা মেয়েকে বিয়ে দেয়া হয়, তখন ওই মেয়েকে নিজের ব্যক্তি স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে শ্বশুরবাড়ির লোকদের মন রক্ষার চিন্তায় মগ্ন থাকতে হয়। তা না হলে ওই মেয়ের বদনাম সব আত্মীয়-অনাত্মীয়দের জানাজানি হয়ে যায়। ফলে ওই মেয়ে হীনম্মন্যতায় ভোগে। এদিকে ছেলেরা মেয়ের বাবা-মায়ের কাছ থেকে অর্থাৎ শ্বশুর-শাশুড়ির কাছ থেকে আদর, যত্ন, আপ্যায়ন পেয়ে থাকে। কিন্তু মেয়েরা ছেলের বাবা-মার কাছে থেকে আদর-যত্ন তো দূরের কথা, কটু কথা শোনে। মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়। ছেলেরা বিয়ে করার পর মেয়ের বাবা-মার কাছ থেকে স্যুট, প্যান্ট, টাই, ঘড়ি পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। কই ছেলে পক্ষের কাউকে তো দেখি না বউকে শাড়ি, গহনা ও অন্যান্য দামী গিফট দেয়ার জন্য অস্থির হয়ে পড়তে! মনে হচ্ছে মেয়ের বাবার কাছ থেকে কিছু পাওয়া ছেলেদের একটা রীতি। মেয়েদের ক্ষেত্রে রীতি হচ্ছে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে স্বামীর মন রক্ষা। ছেলের বাবা-মার সেবাযত্ন এবং আত্মীয়স্বজনের মন রক্ষা করে চলা। কিন্তু পাঠক বন্ধুরা দেখেন, একটা ছেলে লেখাপড়া করে যেটুকু শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করে, একটা মেয়েও ঐ ছেলের মতো যোগ্যতা অর্জন করে। কিন্তু সাংসারিক জীবনে ছেলেদের যোগ্যতা সমাজের সব ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়। এদিকে মেয়েদের যোগ্যতা প্রকাশ পায় না। সমাজে মেয়েদের যোগ্যতা হচ্ছে, মেয়ে চুপচাপ কি না? ভালো রান্না ও অন্যান্য হস্তশিল্পের কাজ জানে কি না ইত্যাদি! এক সময় মেয়েদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সমাজ থেকে মুছে যায়। এ বিষয়ে সবাইকে ভাবতে হবে।

ইসরাত বিনতে ইকবাল (ঈভা)
চট্টগ্রাম সরকারি মহিলা কলেজ
নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম

এবারও বাজারে আগুন

সারা দেশে ভয়াবহ বন্যা, চারদিকে পানি থৈ থৈ করছে। বাড়িঘর তলিয়ে যাচ্ছে। বন্যার কারণে মফস্বলসহ রাজধানীর কাঁচা বাজারে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বাড়ছে। দ্রব্যমূল্যের এই ঊর্ধ্বগতি জনজীবনে এক বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি করছে। উচ্চবিত্তরা যেমন-তেমন; মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রদের জন্য এটা একটা বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ২৩ জুলাই, শুক্রবার রাত ৮টায় এটিএন বাংলা সংবাদে বাণিজ্যমন্ত্রী সাক্ষাৎকারে বললেন, বন্যার কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়নি। কিন্তু ২৪ জুলাই বাজার দর অনুযায়ী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এক সপ্তাহে অনেক। প্রতি কেজি কাঁচামরিচ ১২ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৪০ টাকা। প্রতি কেজি পেঁয়াজের বেড়েছে ৬ টাকা, করলায় ৪ টাকা, আদায় ৫ টাকা, জিরায় ৬০ টাকা। ঢেঁড়সে ২ টাকা, পটলে ৪ আর মসুরির ডাল ৫ টাকা বেড়েছে। আমি মনে করি বাংলাদেশে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী রয়েছে যারা কিছু কিছু মাল অবৈধভাবে গুদামজাত করছে এবং দুর্যোগ সময়ে উচ্চমূল্যে বাজারে ছাড়ছে। হঠাৎ মূল্য বৃদ্ধির ফলে বন্যার্তরা নিরুপায় হয়ে পড়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যাবে তা কর্তৃপক্ষই জানেন। এই সমস্যা সমাধান করে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আমার আকুল আবেদন রইলো।

মোবারক, তেভাগিয়া, ঘনিয়ারচর,
হোমনা, কুমিল্লা

পোনা মাছের গুণগত মান

আমাদের দেশে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরিব সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ চাষের আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলছে। ফলে চাহিদা বেড়েছে মাছের পোনার। বিশেষ করে এই বর্ষাকালে দেশে মাছের পোনার চাহিদা থাকে সবচেয়ে বেশি। আর মাছের পোনার চাহিদা পূরণের জন্য সরকারি-বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাছের পোনা উৎপাদন কেন্দ্র বা মৎস্য হ্যাচারি। কিন্তু এসব মৎস্য হ্যাচারিতে অনেক সময়ই পোনার গুণগত মান বজায় রাখা হয় না। মৎস্য হ্যাচারির মালিকরা বেশি লাভের জন্য ভাই-বোন সম্পর্কের স্ত্রী-পুরুষ মাছ থেকে এবং কম ওজন ও রোগাক্রান্ত স্ত্রী-পুরুষ থেকে মাছের পোনা উৎপাদনের চেষ্টা করে। এতে উৎপাদন হ্রাস পায়। তাছাড়া দুটি ভিন্ন প্রজাতির মাছ যেমন রুই ও কাতলার মধ্যে ক্রসের ফলে মাছের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যগুলোও আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই দেশের মৎস্যসম্পদ রক্ষা ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য পোনা মাছের 'গুণগত মান' বজায় রাখা অপরিহার্য। আর তাই মৎস্য হ্যাচারি প্রতিষ্ঠা ও পোনা উৎপাদনের ব্যাপারে মৎস্য বিশেষজ্ঞরা জনগণকে সচেতন করতে পারেন। তেমনি দেশের মৎস্যসম্পদ রক্ষায় মাছ চাষের সঙ্গে জড়িত সবার দরকার সচেতনতা।

শিল্পী
শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ

৭ মার্চের ভাষণ

বিএনপি মহাসচিব আবদুল মান্নান ভুঁইয়া বলেছেন, বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণ শেষে আস্তে করে, বলেছিলেন- জয় পাকিস্তান। আর এই কথার সপক্ষে সাপ্তাহিক ২০০০-এ চিঠি লিখেন চট্টগ্রামের শফিকুল ইসলাম। আর এর প্রমাণ হিসেবে বলেছেন কবি শামসুর রাহমানের লেখা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'কালের ধুলোয়'। শফিকুল ইসলাম বলেছেন, বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন জয় বাংলা, বলে ছোট করে বলেছিলেন 'জিয়ো পাকিস্তান'। ওদিকে আবদুল মান্নান ভুঁইয়া বলেছেন, তিনি বলেছিলেন 'জয়া বাংলা, জয় পাকিস্তান'। আবার আলী যাকের সাহেব বললেন, তিনি সেই ভাষণে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু এমন কোনো কথাই বলেননি। আর এই কথার প্রতিবাদে ঢাকার মঈনুল ইসলাম তপন বললেন, তিনি ৭ মার্চের ভাষণের পরের দিন তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত ভাষণ শুনেছিলেন। তিনি বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন 'জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান'। কিন্তু তপন সাহেব আপনি শুনলেন 'জয় বাংলা, জয় পাকিস্তান'। আর চট্টগ্রামের শফিকুল সাহেব বললেন, 'জয় বাংলা, জিয়ো পাকিস্তান।' তাহলে কোনটা সত্য? আপনি যখন শুনেছিলেন তখন সেটা ছিল রেডিও পাকিস্তানে ভাষণের ধারণকৃত অংশ। সেই ভাষণে বঙ্গবন্ধুর সব কথাই যে সঠিকভাবে রেডিও পাকিস্তান প্রচার করেছে, তার সত্যতা কতটুকু? চট্টগ্রামের শফিকুল সাহেবকে বলছি, কবি শামসুর রাহমান তার ভুল লেখার জন্য ভুল স্বীকার করেছেন। কারণ তিনি সেই ময়দানে উপস্থিত ছিলেন না। এবার নিশ্চয়ই আপনার ভুলটাও ভেঙে যাবে। অবশেষে আমার বাংলার মানুষের প্রতি একটাই অনুরোধ, মহান মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমরা নতুন কোনো তর্কে যেন না আসি। প্রতিপক্ষ এভাবেই পানি ঘোলা করছে!

জিয়া, বি. ভেকুটিয়া, সদর, যশোর